খেয়া
রূপছায়া নিবেদিত হাসি-কান্নার ঘরোয়া ছবি
খেয়া

রূপছায়া চিত্রের তৃতীয় নিবেদন

খেয়া

প্রধান কর্মসচিব : রতন চক্রবর্তী

শব্দযন্ত্রী : বাণী দত্ত (অন্তর্দৃশ্য)
ইন্দু অধিকারী (বহির্দৃশ্য)

সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজন :
শ্যামসুন্দর ঘোষ

রূপসজ্জা : গোপাল হালদার

শিল্প নির্দেশনা : সুধীর খাঁন্

সম্পাদনা : অনিল সরকার

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : রঞ্জন মজুমদার,
তাপস বসু, জয়ন্ত বিশ্বাস

আলোকচিত্রে : গৌর কর্মকার,
দেবেন দে, দুঃখীরাম অধিকারী,
কেষ্ট মণ্ডল

সম্পাদনায় : তাপস মুখার্জি

শব্দগ্রহণে : হৃষি ব্যানার্জি,
পাঁচু মণ্ডল, রবীন সেনগুপ্ত

শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জি
এডেল, ভোলানাথ

সঙ্গীতে : শৈলেশ রায়, সলিল মিত্র

শিল্প নির্দেশনায় : সুরেশ চন্দ্র চন্দ্র

রূপসজ্জায় : তারাপদ পাইন

সাজসজ্জায় : কেদার শর্মা

ব্যবস্থাপনায় : সুধীর রায়, রামস্বরূপ,
বলাই আড্ডি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
জয়ন্ত বসু, শান্তিশেখর চৌধুরী,
পি. সুর অ্যাণ্ড কোং, তপেশ হালদার
নিমাই মৈত্র, সমীর দাঁ, হস্‌পিটাল
অ্যাপ্লায়েন্সেস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং,
চন্দ্রকুমার স্টোর্স
ঐকতান : সুরশ্রী অর্কেস্ট্রা
স্থিরচিত্র : স্টুডিও পিক্‌স্
সাজসজ্জা : দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই
পটশিল্পী : চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড কয়াল
প্রচার পরিকল্পনা : পূর্ণেন্দু পত্রী
পরিচয় লিপি : নিতাই বসু
ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে
আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে
ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীতে পরিস্ফুটিত
রসায়ণাগারে : অবনী রায়, তারাপদ
চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জি,
রবীন ব্যানার্জি, কানাই ব্যানার্জি

গল্পাংশ

গ্রামের নাম নন্দীগ্রাম।
সেখানে সুরদাস দ্বিজদাস আর
বিপ্রদাস এই তিন ভায়ের
নারী বিবর্জিত সংসার।
সুরদাস ও দ্বিজদাস ভয়ানক
নারী বিদ্বেষী। মেয়েদের সংগে
কথা বলাও তাদের কাছে
অপরাধ। এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে
বিপ্র চাকরী করছিল কলকাতার
এক নামজাদা ফার্মে।
অফিসের লেডী টাইপিস্টের সংগে
কথা বলার অপরাধে দুই দাদা
তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল গ্রামে।
নিরুপায় বিপ্রর নতুন জীবন
শুরু হল গ্রামের সেবায়,
নদীর অন্যপারের গ্রাম
মোহনপুরে হাসপাতাল গড়ার কাজে।
আর তাই নিয়েই তার সংগে
সংঘাত বাধল গ্রামের হাতুড়ে
ডাক্তার কুচক্রী বিনোদ পালের।
বেশ চলেছিল দিনগুলো।
হঠাৎ একদিন মোহন মাঝি
নদীর পাড় থকে কুড়িয়ে পাওয়া
একটা বাচ্চা মেয়েকে সঁপে দিয়ে
গেল বিপ্রর হাতে।
দাদারা রাগে অগ্নিশর্মা।

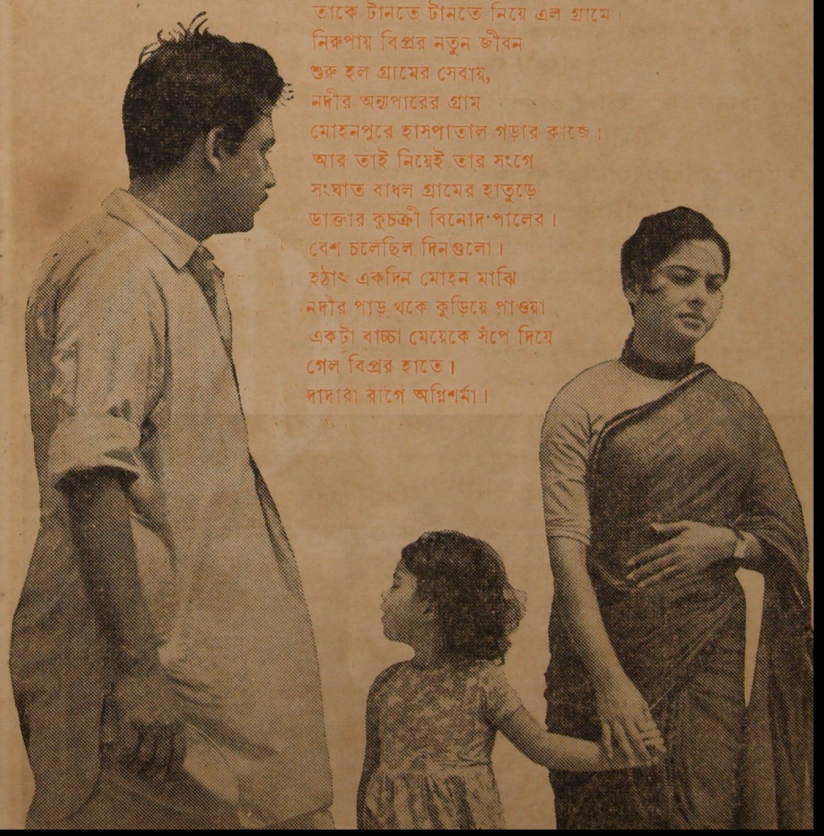

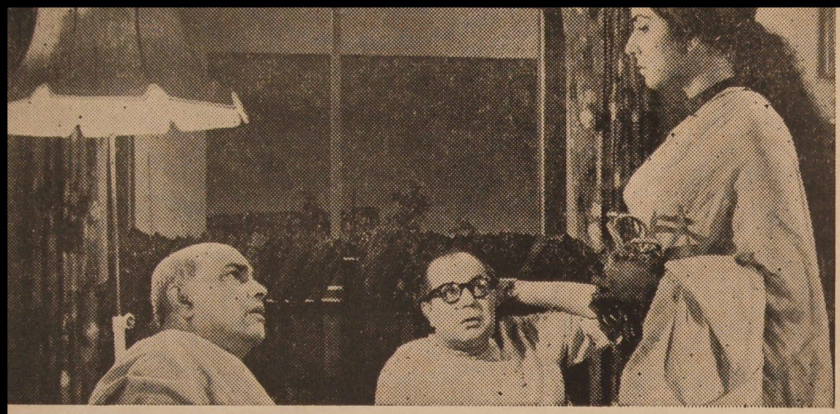

পরিবেশনা : রূপছায়া পিকচার্স

সঙ্গীত পরিচালনা ও প্রযোজনা :
শ্যামল মিত্র

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : রূপক

কাহিনী : নীতা সেন

আলোকচিত্র শিল্পী: দিলীপরঞ্জন মুখার্জি

গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শ্যামল মিত্র, নীতা সেন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, বিমল দত্ত (বম্বে)

তাদের মনে পড়ল জ্যোতিষীর
ভবিষ্যৎবাণী। যৌবনে
বিপ্রর জীবনে আসবে একজন
খৃশ্চান মহিলা ও একটি বাচ্চা মেয়ে।
এ সবই দুর্লক্ষণ!
সুতরাং ও মেয়েকে রাখা চলবে না।
বিপ্র বোঝালে, স্বপ্নাদেশের ফলে
নদীর পাড়ে মেয়েটিকে পেয়েছে সে।
বিপ্রর কথায় বিশ্বাস করে
দাদারা মেয়েটিকে ঠাঁই দিল বাড়িতে।
এরপর ভবিষ্যৎবাণীর দ্বিতীয় পর্ব।
কলকাতা থেকে ডাক্তারী পড়া মেয়ে
স্বাতী আসছিল হাসপাতালের কাজে।

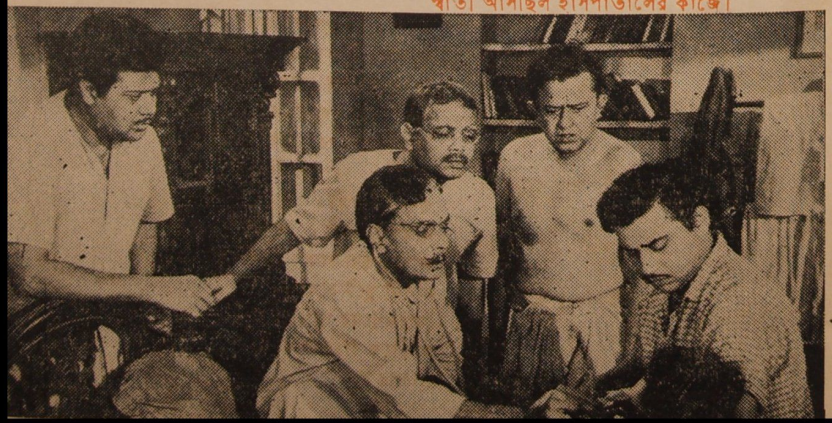

শ্রেষ্ঠাংশে : মাধবী মুখোপাধ্যায়,
অনুপকুমার, বিকাশ রায়, তরুণকুমার
বঙ্কিম ঘোষ, ভানু বন্দোপাধ্যায়,
হারাধন বন্দোপাধ্যায়, প্রসাদ
মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়,
নির্মল চ্যাটার্জি, দিলীপ রায় (অতিথি)
অমূল্য সান্যাল, মন্মথ মুখার্জি,

অচেনা গ্রামের পথে থানায় পড়ে
পা ভাঙল তার। ঘটনাক্রমে
বিপ্রকেই নিতে হল স্বাতীর
আপাতঃ শুশ্রূষার ভার।
রাগে দুই দাদা ঘরে খিল বন্ধ করে
রইল। বিপ্র বোঝালে, পায়ের
আঘাত সেরে গেলেই
স্বাতী চলে যাবে।
সুস্থ হয়ে উঠে স্বাতী সত্যই
চলে এল মোহনপুরে
হাসপাতালের কাজে। আর
সেইদিন থেকেই শুরু হল
বিনোদ পালের চক্রান্ত।

হৃষি ব্যানার্জি, হাসি মজুমদার,

গীতা দে, আশা দেবী, জ্যোৎস্না

ব্যানার্জি, স্মৃতি বাগচী, স্বপ্না ব্যানার্জি

শিশুশিল্পী বুচান ঘোষ

কবিতা সরকার (অতিথি)

এবার তার সুপরিকল্পিত
ষড়যন্ত্রের শিকার হল স্বাতী।
দৈবক্রমে সেই গোপন ষড়যন্ত্রের
খবর জেনে গিয়েছিল
বিনোদ পালেরই নির্যাতিতা স্ত্রী
নলিনী। এপারে বিপ্র।
ওপারে স্বাতী।
মাঝখানে নদী। আকাশে সেদিন
আঁধার-ভরা রাত। নদী পেরিয়ে
নলিনী ছুটে চলেছে
মোহনপুরের পথে।
স্বাতীকে বাঁচাতে হবে।
তারপর ?

গান

(১ ও ৪)

ও বিধিরে—
সবাইকে পার করি আমি আমায় কে করে পার, বিধিরে।
এই খেয়া বাইবো কত আর
এই খেয়া আমার পিতা মাতা খেয়াই আমার অন্নদাতা
জনম ভরে জেনে গেলাম খেয়াই আমার সংসার
তবু বিধি তোমার কাছে
একটি আমার নালিশ আছে রে।
এই খেয়া আমার ঘর বাড়ী ভাই আকাশটা তার ছাদ
দিনের বেলায় সূরজ হাসে রে আর নিশীথ রাতে চাঁদ।
জোয়ার ভাঁটায় সুখে দুখে ধরি যে হাল হাসিমুখে
আমি কখন কাঁদি কখন হাসি খোঁজ রাখে কে তার।
তবু বিধি তোমার কাছে একটি আমার নালিশ আছে রে।

বিপ্র— সবাইকে পার কর তুমি
তোমায় কে করে পার।

মোহনমাঝি— বিধিরে—এই খেয়া বাইবো কত আর
এই খেয়া আমার পিতামাতা খেয়া আমার অন্নদাতা
জনম ভরে জেনে গেলাম খেয়াই আমার সংসার
তবু বিধি তোমার কাছে
একটি আমার নালিশ আছে রে।
জোয়ার ভাঁটায় সুখে দুখে ধরি যে হাল হাসিমুখে
কখন কাঁদি কখন হাসি (আমি) খোঁজ রাখে কে তার।

বিপ্র— তাই কি ?
খেয়ার মাঝি নও তুমিগো তুমি ভালবাসা
কূল দুটিরে মালায় বেঁধে কর যাওয়া আসা
নদীটা যে জীবন আর খেয়া হল মন।

মোহনমাঝি—এই বুঝেছি সার আমি এই বুঝেছি সার
বিধিরে, এই খেয়া বাইবো কত আর।

(২)

আমার মন এখানে রাখাল রাজা বাঁশী বাজায় গোঠে
তারি সুরে পুব আকাশে চন্দ্র সূর্য ওঠে
ওরে আমায় কে আর পায়।
এখানে সবুজ ধানের মাঠ
চিরদিনের চেনা খেয়া ঘাট
মৌমাছি আর পাখীর সুরে ফুলগুলো সব ফোটে
ওরে আমায় কে আর পায়॥

এখানে নেইকো গরল সরল মনে সবাই সহজ ভাই
আনন্দেরি ছন্দে বাঁধা সারা জীবনটাই স্বপ্ন খুঁজে পাই॥
এখানে নকল কিছুই নয়
হৃদয় দিয়ে হৃদয় পেতে হয়
মিথ্যে মেকি ফাঁকি হেথায় পায়নাকো ঠাঁই মোটে
ওরে আমায় কে আর পায়॥

(৩)

জপুত্তুর বলল, পক্ষীরাজ কোথায় ? কোটালপুত্র খাপে তলোয়ারটা
র জবাব দিলে, পক্ষীরাজ তৈরী। এখন রওয়ানা হলেই হয়। তারপর ?

তারপর ? তারপর পক্ষীরাজ ছুটলো
ডানাদুটো মেলে আকাশেতে উঠলো
কোথাও নীচে নেমে
তেপান্তর পেরিয়ে
পথপ্রান্তর এড়িয়ে
পক্ষীরাজ ছুটে চলে দূরে বহুদূরে বহুদূরে।

কোথায় ? সেই রাজকন্যার খোঁজে।
অরুণ বরুণ কিরণমালা
রূপে যে তার জ্যোৎস্না ঢালা
মেঘবরণ কেশ দুধবরণ গা
আলতা রাঙা পা।

তারপর কি করলো রাজপুত্তুর ?

তারপর পক্ষীরাজ থেকে নেমে এসে উঠলো ময়ুরপঙ্খীতে—
হাজার মাঝি টানছে দাঁড় নিঝুম রাত
দুধসাগর আর ক্ষীর নদী যে হবেই পার
টানছে দাঁড় নিঝুম রাত।

র হয়ে তো রাজপুত্তুর এসে দাঁড়ালো সেই প্রবাল দ্বীপে মস্ত পাঁচীল টপকে।
টিপে টিপে রাজপুত্তুর এসে দাঁড়ালো রাজপ্রাসাদের সিংহদরজার সামনে।
মন সময় হাঁউ মাঁউ খাঁউ হাজার হাজার রাক্ষস খোক্ষস।
জপুত্তুর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলল ?
া, সবাইকে মেরে ফেলল।
ারপর ? তারপর রাজকন্যার ঘরে এসে রাজপুত্তুর কি দেখলো ?
ঘুমিয়ে আছে রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে
শিয়রে তার সোনার কাঠি রুপোর কাঠি পায়
সুখের কাজল প'রে চোখে কন্যা যে ঘুম যায়।

রূপছায়া পরিবেশিত

স্যাডো প্রডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন

গড় নাসিমপুর

পরিচালনা ॥ অজিত লাহিড়ী

কাহিনী ॥ বারীন্দ্রনাথ দাশ

বিশ্বজিৎ, মাধবী, দেব মুখার্জী (বোম্বে), বিকাশ রায়, অনুপ, কমল মিত্র, সুব্রতা, রুমা, ও উত্তমকুমার

Printed at SUMUDRAN, 104 Akhil Mistri Lane, Calcutta-9.